গল্পে আঁকা

মহীয়সী খাদিজা

রাযিয়াল্লাহু আনহা

মূল

আবদুস সালাম আল আশরী

মুহাম্মাদ আবদুল গণী হাসান

বাংলা রূপায়ণ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী

সূচিপত্র

এক	▸ ঘরের শোভা→	১১
দুই	▸ সুসংবাদ→	১৯
তিন	▸ কুরাইশের নববধূ→	২৭
চার	▸ মক্কার ধর্মযাজক→	৩৭
পাঁচ	▸ তাকদীর→	৪৩
ছয়	▸ শোকের উপর শোক, আড়ালে তার কী হাসে→	৫১
সাত	▸ আশা→	৬১
আট	▸ আবেদন→	৭১
নয়	▸ মুখোমুখি→	৮১
দশ	▸ প্রতিজ্ঞা→	৯১
এগারো	▸ অথৈ চিন্তা এবং সবুজ থৈ→	১০৩
বারো	▸ নাফিসার অভিযান→	১১১

তেরো	▷ শাদি মুবারক···→	১২১
চৌদ্দ	▷ আবুল কাসেম···→	১২৯
পনেরো	▷ ঈমান যখন জাগলো···→	১৪১
ষোলো	▷ মক্কা এখন জেগে উঠবে ···→	১৫৩
সতেরো	▷ উম্মুল মু'মিনীন···→	১৬৩
আঠারো	▷ হক বাতিলের লড়াই···→	১৭১
উনিশ	▷ লড়াই আরও তীব্র হলো···→	১৮১
বিশ	▷ এবার অবরোধ···→	১৯১
একুশ	▷ শেষ তীর···→	১৯৯
বাইশ	▷ বিদায়···→	২০৯
তেইশ	▷ তোমার স্মরণে হে খাদিজা!···→	২১৭

খাদিজা বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন। লাজরাঙা মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে মৃদু হাসির স্নিগ্ধ প্রভা। খোয়াইলিদ খাদিজার দিকে তাকালেন, তার কাজল-কালো ডাগর চোখের দিকে তাকালেন। মৃদু হাসির উজ্জ্বল দ্যুতিতে দ্যোতিত তার সুবিন্যস্ত দন্তরাজির দিকে তাকালেন। তারপর স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! কয়েক দিনের মধ্যেই তো আমাদের বাণিজ্য-কাফেলা শাম যাচ্ছে বিপুল পণ্য নিয়ে। তুমি তো সবকিছুর উপর চোখ রাখছো। আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি ও অবস্থা নিয়ে তোমার মন্তব্য কী?

খাদিজার মণিমুক্তা-সদৃশ দন্তরাজি ঝলমল করে উঠলো। মৃদুল হাসির পরাগে পরাগে বিনয়-নম্রতা ও আদবের সৌরভ ছড়িয়ে খাদিজা বললেন :

-চমৎকার এক কাফেলা! সাফল্য বয়ে আনবেই! লাভজনক ব্যবসা, কিছুতেই ব্যর্থ হবে না! আমাদের দক্ষ শ্রমিকরা ওখানে যে-সব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তার সবই নিয়েছে। সব মিলিয়ে চমৎকার প্রস্তুতি। সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা।

খোআইলিদ অপলক তাকিয়ে মেয়ের কথা শুনলেন। তাঁর ঠোঁটে তৃপ্তির, সন্তুষ্টির মৃদু হাসি! বললেন :

-খাদিজা! আমাদের কাফেলায় যে-সব শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে তোমার মত কী!

বাবার এ প্রশ্নটায় খাদিজা একটু অবাক হলেও মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন :

-তারা দক্ষ। তারা জানে কী করণীয় আর কী বর্জনীয়। পাশাপাশি সবাই আমানতদার ও বিশ্বস্ত।

খোআইলিদ পাশে-বসা স্ত্রীর দিকে একবার দেখলেন তারপর মেয়ের দিকে গভীর করে তাকালেন। তারপর মমতাঝরা কণ্ঠে বললেন :
-খাদিজা! তুমি কি জানো, মক্কার সবচেয়ে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী কে? জানো, কে পারে অনায়াসে লাভ তুলে আনতে?

খাদিজা একটু ভাবলেন। তারপর বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন :
-কোন লাভের কথা বলছেন বাবা! হারাম না হালাল?
-নিঃসন্দেহে হালাল! হারাম তো বিলীয়মান ছায়া, কোনো স্থায়িত্ব নেই! হারাম-পথে একবার কেউ লাভের মুখ দেখে ফেললেও পরবর্তীতে তা কেবল তার ক্ষতিকেই টেনে আনে! মূলধনের বরকতটাও সেই সাথে নষ্ট হয়ে যায়! আমি হালাল লাভের কথাই বলছি! এ-হালাল ব্যবসায় মক্কায় কে সবচেয়ে বেশি সফল ও অগ্রগণ্য, তা-ই আমাকে বলো!

খাদিজা এবার একে একে নাম বলে যেতে লাগলেন মক্কার সৎ ও আমানতদার সফল ব্যবসায়ীদের। খাদিজা চুপ করলেই খোআইলিদ 'আরও বলে যাও' বলে তাগিদ দিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে খাদিজা যখন 'কাঙ্ক্ষিত' নামটাও বলে ফেললেন এবং বলা শেষ করে থেমে পড়লেন তখন খোআইলিদ স্ত্রী—ফাতেমার দিকে তাকালেন। আবার খাদিজার দিকে তাকালেন। তারপর মুখে মিষ্টি হাসির টুকরো নিয়ে খাদিজাকে বললেন :
-খাদিজা! আতিক বিন আবিদের ব্যাপারে তোমার কী মত?!
খাদিজা বেশ আস্থার সাথে জবাব দিলেন :
-তিনি বনু মাখযূমের সফল ব্যবসায়ী। কোন পথে লাভ আসে তা তাঁর বেশ জানা। এখন তিনি সুসচ্ছল। তার ব্যবসায় সাফল্য বেড়েই চলেছে।
খোআইলিদ মাঝখানে জানতে চাইলেন :
-তার সব আয় কি হালাল পথেই?
খাদিজা এবার বাস্তব-জানা মানুষের মতোই উত্তর দিলেন :
-আমার বিশ্বাস, হালাল পথেই এসেছে তাঁর এ-খ্যাতি। হারামের ধারে-কাছেও তাঁর যাওয়ার কথা না। তা ছাড়া তিনি একজন বীরপুরুষ।

আমার জানামতে, পরিবারের কাছে তিনি যেমন প্রিয়, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার কাছেই তেমন প্রিয়।

খাদিজা থামলেন। কিছুক্ষণ পর অবাক-কণ্ঠে জানতে চাইলেন :

-বাবা! তুমি কি আমাদের বাণিজ্য-কাফেলার দায়িত্বটা এবার তাঁর উপরই ন্যস্ত করতে চাইছো?

খোআইলিদ মেয়ের দিকে তাকালেন গুণমুগ্ধ চোখে, বললেন মমতাভরে :

-হ্যাঁ, তাঁর উপর একটা দায়িত্ব আমি অর্পণ করবো, সেটা এ-ব্যবসার চেয়ে, সম্পদের চেয়ে অনেক দামি! সম্পদ দিয়ে এর মূল্যমান নির্ধারণ সম্ভব নয়!

খাদিজা আনত-মুখে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল গত রাতের অতিথিদের দীর্ঘ বৈঠকের কথা! খাদিজার আর বুঝতে বাকি রইলো না— বাবার কথার কী অর্থ! লজ্জায় তাঁর রাঙা চেহারা আরও রবিরাঙা হয়ে উঠলো! তাঁর নতমুখ আরও নত হয়ে গেলো! তাঁর মুখে কোনো কথাই সরলো না!

খাদিজার মা ফাতেমা ভাঙতে চাইলেন সে লাজরাঙা নীরবতা!

-মা খাদিজা! বলো না, আতিকের ব্যাপারে তোমার কী মত!

খাদিজার চেহারা আরও লাজরাঙা হয়ে উঠলো। সকাল বেলার টুকটুকে লাল সূর্যের মতো। মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনায়াসে ভাবপ্রকাশের যে-স্বভাবজাত গুণটি তাঁর ভেতরে সযত্নে রক্ষিত আছে, তার প্রতিটি কিনারা ধরেই তিনি টান দিলেন, শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেন, তবুও আজ কথা বলতে পারলেন না। কী যেনো বার বার তাঁর কথা বলার শক্তি কেড়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। উচ্চারণের পূর্বলগ্নেই সব কথা যেনো জড়িয়ে যাচ্ছে! এদিকে মা-বাবা অনিমেষ তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে, তাঁর সাহসী মতামত শুনতে।

এভাবে কেটে গেলো আরও অনেকগুলো নীরব প্রহর। খাদিজা সেই নিশ্চুপ দাঁড়িয়েই আছেন। খোআইলিদ কোমলকণ্ঠে আবার জানতে চাইলেন তাঁর ইচ্ছের কথা। খাদিজাও আবার লাজুকতার লালিমার ছায়ায় একটু শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেন। ক্ষীণকণ্ঠে পিতাকে বললেন :